أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(Book# 114/ ق)

www.motaher21.net

قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن

‘তুমি কি বিশ্বাস করো না’ ?

Don't you believe?

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৬০

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیْ كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰى١ؕ قَالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنْ١ؕ قَالَ بَلٰى وَ لٰكِنْ لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِیْ١ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَاْتِیْنَكَ سَعْیًا١ؕ وَ اعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ

আর সেই ঘটনাটিও সামনে রাখো, যখন ইব্রাহীম বলেছিলঃ “আমার প্রভু! আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতদের পুনর্জীবিত করো।” বললেনঃ তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইব্রাহীম জবাব দিলঃ বিশ্বাস তো করি, তবে মানসিক নিশ্চিন্ততা লাভ করতে চাই। বললেনঃ ঠিক আছে, তুমি চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। তারপর তাদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রাখো। এরপর তাদেরকে ডাকো। তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।

২৬০ নং আয়াতের তাফসীর:

ইবরাহীম (আঃ) মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে জানতে চাইলেন, আল্লাহ্‌ তা ‘আলা কিভাবে মৃতকে পুনরায় জীবন দেন

ইবরাহীম (আঃ) -এর প্রশ্ন করার অনেক কারণ ছিলো। প্রথম এই যে, যেহেতু তিনি এই দলীলই পাপাচারী নামরূদের সামনে পেশ করেছিলেন, তাই তিনি চেয়েছিলেন যে, প্রগাঢ় বিশ্বাস তো রয়েছেই, কিন্তু যেন প্রগাঢ়তম বিশ্বাস জন্মে। অর্থাৎ যেন তিনি চাচ্ছিলেনঃ ‘বিশ্বাস তো আছেই। কিন্তু দেখতেও চাই; সহীহুল বুখারীতে এই আয়াতের ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الموتى، قال :أو لم تُؤْمِنْ؟ قَالَ :بَلَى، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي.

‘ইবরাহীম (আঃ) অপেক্ষা আমরা সন্দেহ পোষণের ব্যাপারে বেশি দাবীদার। তিনি বলেছেনঃ হে আমার রাব্ব! আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে দেখান। মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ তুমি কি অবিশ্বাস করছো? ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ না, আমি বিশ্বাস করছি; তবে আমি আমার ঈমানকে সুদৃঢ় করতে চাই।’ (সহীহুল বুখারী-৮/৪৯/৪৫৩৭, সহীহ মুসলিম-১/২৩৮/১৩৩. সুনান ইবনু মাজাহ-২/১৩৩৫/৪০২৬, ফাতহুল বারী ৮/৪৯, মুসনাদ আহমাদ -২/৩২৬)

ইবরাহীম (আঃ) -এর প্রার্থনায় মহান আল্লাহ্‌র সাড়া

ইবরাহীম (আঃ) -এর প্রার্থনার কারণে কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যেন মনে না করে যে, মহান আল্লাহ্‌র এই বিশেষণ সম্পর্কে ইবরাহীম (আঃ) -এর কোন সন্দেহ ছিলো। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, ﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ চারটি পাখি গ্রহণ করো। এই কথানুসারে ইবরাহীম (আঃ) যে কি কি পাখি গ্রহণ করেছিলেন সেই ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের কয়েকিট উক্তি রয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট কথা এই যে, এর জ্ঞান আমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং তা না জানায় আমাদের কোন ক্ষতিও নেই। আল কুর’ আনও এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেনি। এটাই হলো ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) , সা ‘ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) , আবূ মালিক (রহঃ) , আবুল আসওয়াদ আদ-দিলি (রহঃ) , ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) -এর বিশ্লেষণ। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ৩/১০৩৯, ১০৪০)

অতঃপর যখন তিনি পাখিগুলো পেয়ে যান তখন সেগুলো যবাই করে খণ্ড খণ্ড করেন এবং ঐ চারটি পাখির খণ্ডগুলো সব একত্রে মিলিয়ে দেন। এরপর সেগুলো চারটি পাহাড়ের ওপর বা সাতটি পাহাড়ের ওপর রেখে দেন। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ সেগুলোর মাথা নিজের হাতে রাখেন। তারপর মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে তাদেরকে আহ্বান করেন। তিনি যেই পাখির নাম ধরে ডাক দিতেন। তার ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত পালকগুলো এদিক ওদিক হতে উড়ে এসে পরস্পর মিলিত হয়ে যেতো। অনুরূপভাবে এর রক্ত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেসকল পাহাড়ে ছিলো সবই পরস্পর মিলে যেতো। অতঃপর এটা পূর্ণ পাখি হয়ে তাঁর নিকট উড়ে আসতো। তিনি এর ওপর অন্য পাখির মাথা লাগালে তা সংযুক্ত হতো না। কিন্তু এর নিজের মাথা লাগালে যুক্ত হয়ে যেতো। অবশেষে এই চারটি জীবিত হয়ে উড়ে যায় এবং মহান আল্লাহ্‌র ক্ষমতা বলে মৃতের জীবিত হওয়ার এ বিশ্বাস উৎপাদক দৃশ্য ইবরাহীম (আঃ) স্বচক্ষে দর্শন করেন। (তাফসীর কুরতুবী-৩/৩০০)

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ وَاعْلَمْاَنَّاللّٰهَعَزِيْزٌحَكِيْمٌ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। কোন কাজেই তিনি অসমর্থ হোন না। তিনি যখন চান তা কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সম্পন্ন হয়ে যায়। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর অধিকারে রয়েছে। তিনি তাঁর সমুদয় কথা ও কাজে মহাবিজ্ঞানময়। অনুরূপভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে এবং শারী ‘আতের নির্ধারণের ব্যাপারেও তিনি মহাবিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘মহান আল্লাহ্ ইবরাহীম (আঃ) -কে ‘তুমি কি বিশ্বাস করো না?’ এই প্রশ্ন করা এবং ইবরাহীম (আঃ) -এর ‘হ্যাঁ, বিশ্বাস তো করি, কিন্তু অন্তরে পরিতৃপ্ত করতে চাই, এই উত্তর দেয়া, এই আয়াতটি অন্যান্য সমস্ত আয়াত অপেক্ষা বেশি আশা প্রদানকারী বলে আমার মনে হয়।’ (তাফসীর তাবারী -৫/৪৮৯) ভাবার্থ এই যে, ঈমানদারের অন্তরে কোন সময় যদি কোন শায়তানী সংশয় ও সন্দেহ আসে তাহলে সেই জন্য মহান আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করবেন না।

ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) ‘আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল ‘আস (রাঃ) -এর সাথে দেখা করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ আল কুর’ আনের কোন্ আয়াতের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি আশাবাদী? ‘আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেনঃ ﴿قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا﴾

‘বলোঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো- মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না।’ (৩৯নং সূরাহ্ যুমার, আয়াত নং ৫৩) আয়াতটি। যাতে বলা হয়েছেঃ ‘হে আমার পাপী বান্দারা! তোমরা নিরাশ হয়ো না, আমি তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবো।’ তখন ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ‘আমার মতে তো সবচেয়ে বেশি আশা উৎপাদনকারী আয়াত হচ্ছে ইবরাহীম (আঃ) -এর ﴿وَاِذْقَالَاِبْرٰهٖمُرَبِّاَرِنِيْكَيْفَتُحْيِالْمَوْتٰىقَالَاَوَلَمْتُؤْمِنْقَالَبَلٰى﴾ হে মহান আল্লাহ্! তুমি কিরূপে মৃতকে জীবিত করো তা আমাকে প্রদর্শন করো’ এই উক্তি এবং মহান আল্লাহ্‌র ‘তুমি কি বিশ্বাস করো না?’ এই প্রশ্ন ও তাঁর ‘বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার অন্তরকে পরিতৃপ্ত করতে চাই’ এ আয়াতটি। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম-৩/১০৩২, মুসতাদরাক হাকিম-১/৬০, ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, তবে হাদীসটি সভনদ এর বিচ্ছিন্নতার কারণে মুনকাতি ‘। তাফসীর তাবারী তেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তবে সেটাও য ‘ঈফ)

অর্থাৎ সেই নিশ্চিন্ততা, যা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে লাভ করা যায়।

এই ঘটনাটি ও পূর্বোক্ত ঘটনাটির অনেকে অদ্‌ভুত অদ্‌ভুত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের ব্যাপারে আল্লাহর যে নীতি রয়েছে, তা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলে এ ব্যাপারে কোন প্রকার গোঁজামিল দেয়ার প্রয়োজনই দেখা দিতে পারে না। সাধারণ ঈমানদারদের এ জীবনে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে সেজন্য নিছক ঈমান বিল গাইবই (না দেখে মেনে নেয়া) যথেষ্ট। কিন্তু নবীদের ওপর আল্লাহ যে, দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন এবং যে নির্জলা সত্যগুলোর প্রতি দুনিয়াবাসীকে দাওয়াত দেয়ার জন্য তাঁরা আদিষ্ট হয়েছিলেন সেগুলোকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা তাঁদের জন্য অপরিহার্য ছিল। মানুষের সামনে সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের একথা বলার প্রয়োজন ছিল যে, তোমরা তো নিছক আন্দাজ অনুমান করে বলছো কিন্তু আমরা নিজেদের চর্মচক্ষে দেখা বিষয় তোমাদের বলছি। তোমাদের কাছে আন্দাজ, অনুমান, ধারণা, কল্পনা, কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে, দৃঢ় বিশ্বাসের জ্ঞানভাণ্ডার। তোমরা অন্ধ আর আমরা চক্ষুষ্মান। তাই নবীদের সামনে ফেরেশতারা আসতেন প্রকাশ্যে। তাঁদরকে পৃথিবী ও আকাশের ব্যবস্থাপনা দেখানো হয়েছে। জান্নাত ও জাহান্নাম তাদেরকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে। মৃত্যর পরের জীবনের প্রদর্শনী করে তাঁদেরকে দেখানো হয়েছে। নবীগণ নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব লাভ করার অনেক আগেই ঈমান বিল গাইবের পর্যায় অতিক্রম করে থাকেন। নবী হবার পর তাঁদেরকে দান করা হয় ঈমান বিশ্ শাহাদাতের (চাক্ষুষ জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস) নিয়ামত। এ নিয়ামত একমাত্র নবীদের জন্য নির্দিষ্ট। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা হুদের ১৭ , ১৮ , ১৯ ও ৩৪ টীকা)।

।

[১] আয়াতে বর্ণিত কাহিনীর সার-সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আরয করলেনঃ আপনি কিভাবে মৃতকে পুনজীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করলেনঃ ‘এরূপ আকাংখা ব্যক্ত করার কারণ কি? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি আপনার আস্থা নেই?’ ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নিজের আস্থা বিবৃত করে নিবেদন করলেনঃ আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কেননা, আপনার সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা, প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুরু করে এ বিশ্ব জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানব প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে; এটা কি করে হবে, না জানি এর প্রক্রিয়াটা কেমন? মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন উদয় হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হতে চায় না। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণেই ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম এরূপ নিবেদন করেছিলেন, যাতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিতকরণঃ সংক্রান্ত চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অধিকন্তু মনে যাতে স্থিরতা আসে; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা বাঁধতে না পারে এবং মনের দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাবার জন্য একটি অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি ছিল এই যে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে চারটি পাখি ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেয়া হল, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্রই হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনি যেন সেগুলোকে ভালভাবে চিনতেও পারেন। পরে নির্দেশ হল, পাখীগুলোকে জবাই করে এগুলোর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদির সবগুলোকেই কিমায় পরিণত করুন, তারপর সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজের পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক-একটি ভাগ রেখে দিন। তারপর এদেরকে ডাকুন। তখন এগুলো আল্লাহ্‌র কুদরতে জীবিত হয়ে উড়ে আপনার কাছে চলে আসবে। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তা-ই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার

সাথে পাখা, গোশতের সাথে গোশত, রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তার কাছে উড়ে এসে উপস্থিত হল। [তাফসীরে কুরতুবী: ৪/৩১৪]

[২] পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে; আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ না করানোর মধ্যে 'ঈমান বিল-গায়েব' বা গায়েবের উপর ঈমান স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকে।

আল্লাহ তা 'আলা যে মৃতকে জীবিত করেন তার এটি তৃতীয় উদাহরণ। পাখিগুলোর নাম কী আর কী রং ছিল? তার অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। সে সম্পর্কে জানার কোন প্রয়োজন নেই এবং না জানলে কোন ক্ষতিও হবে না। আল্লাহ তা 'আলা যা কুরআনে উল্লেখ করেননি এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসে বর্ণনা দেননি তা জানার জন্য পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়। কেননা তা না জানলে দীন পালনে কোন ক্ষতি হবে না। যদি তাতে উপকার থাকত তাহলে আল্লাহ তা 'আলা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করে দিতেন। বরং আমরা শিক্ষা নেব যে, একমাত্র আল্লাহ তা 'আলাই জীবন ও মরণের মালিক, মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় সকলকে জীবিত করে ভাল-মন্দ কর্মের হিসাব নিবেন।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মানুষের স্বভাবই হল যা জানে না তা জানার চেষ্টা করা, তবে যা অহেতুক তা বর্জনীয়।

২. আল্লাহ তা 'আলার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়।